গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ
www.hsd.gov.bd

বিষয়ঃ করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষে গঠিত কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গ্রুপ এর ৫ম সভার কার্যবিবরণী (সভায় অংশগ্রহনকারী কর্মকর্তাদের তালিকা: সংযুক্ত)।

সভাপতি: মো: মোস্তফা কামাল, অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
সভার স্থান: সভাকক্ষ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ ও সময়: ২৯/০৯/২০২০, বেলা ৩:০০ ঘটিকা।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। কমিটির বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, কোভিড-১৯ সম্ভাব্য ২য় ওয়েভ মোকাবেলার নিমিত্ত করণীয় নির্ধারণ এবং অন্যান্য বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনার লক্ষ্য অদ্যকার সভা আহ্বান করা হয়েছে মর্মে তিনি সভায় অবহিত করেন।

বিগত সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি, কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত ও মৃত্যুবরণকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকা প্রণয়ন, স্বাস্থ্য বিভাগের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ডাক্তার, নার্সসহ অন্যান্য কর্মকর্তা বা কর্মচারী যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের জন্য শোক বার্তা প্রেরণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও, এ বিভাগ থেকে বিভিন্ন সময়ে গঠিত বিভিন্ন মনিটরিং টিমকে সমন্বিত করে গ্রুপ আকারে নতুনভাবে মনিটরিং টিম গঠন সংক্রান্ত বিষয়টি রিভিউ করা, সর্বস্তরের জনগণের মাস্ক পড়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, আসন্ন দুর্গপূজা উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা সংক্রান্ত নির্দেশনা জারীকরা সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সভায় বিস্তারিত আলোচানান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্র: নং	আলোচনা/পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
১।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনা সমূহ বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়। পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বর্ণিত নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনা সমূহ সমন্বয়ের জন্য Focal point হিসাবে যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)-কে দায়িত্ব প্রদান করার জন্য সুপারিশ করা হয়।	ক) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাগুলির মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনায় দেখা যায় মোটামোটি সবগুলো বিষয়ই বাস্তবায়িত এবং চলমান। তবে ৮ নং নির্দেশনা(**অন্যান্য রোগে আক্রান্তদের যথাযথ স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসাসেবা অব্যাহত রাখতে হবে**) এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের বিষয়ে এক মত পোষন করা হয়। এবং তা বাস্তবায়নে হাসপাতাল উইং এর কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়।	খ) ৮নং বিষয়টি(অন্যান্য রোগে আক্রান্তদের যথাযথ স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসাসেবা অব্যাহত রাখতে হবে) নিয়ে হাসপাতাল উইং কার্যক্রম গ্রহন করে কমিটিকে অবহিত করবেন বলে সভায় সুপারিশ করা হয়।	খ) যুগ্ম-সচিব (সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
২।	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ হতে কোভিড-১৯ এবং ননকোভিড রোগীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে যে সকল দিক নির্দেশনা প্রদান হয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ হতে কোভিড-১৯ এবং ননকোভিড রোগীদের বিষয়ে যে সকল দিক নির্দেশনা প্রদান হয়েছে এবং ভবিষ্যতে প্রদান করা হবে সে বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন করার উদ্যোগ নিতে হবে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়। একই হাসপাতালে কোভিড এবং নন-কোভিড রোগীদের চিকিৎসা নিশ্চিত	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ হতে কোভিড-১৯ এবং ননকোভিড রোগীদের বিষয়ে যে সকল দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে প্রদান করা হবে তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (আইন) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং ফলোআপ করবেন মর্মে সুপারিশ করা হয়।	অতিরিক্ত সচিব (আইন)

ক্র: নং	আলোচনা/পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
	করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে মর্মেও একমত পোষণ করা হয়। এ বিষয়ে যেসকল কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে তার একটি প্রতিবেদন আইন অনুবিভাগ থেকে প্রস্তুত করে মহামান্য হাইকোর্টে দাখিল করা যেতে পারে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়। এছাড়াও কমিটির অবগতির জন্য প্রতিবেদনের একটি কপি কমিটির সদস্য সচিব এর বরাবরে প্রেরণ করা যেতে পারে মর্মেও মত প্রকাশ করা হয়।	এছাড়াও, এযাবৎ গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তিনি মাহামন্য হাইকোর্টে দাখিল করবেন এবং উহার একটি কপি কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গ্রুপের সদস্য সচিব বরাবরে প্রেরণ করবেন মর্মেও সুপারিশ করা হয়।	
৩।	কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীসহ অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য শোকবার্তা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন সকল সংস্থা প্রধাণগণ তাঁদের সংস্থার কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিদের তালিকা (সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে) প্রস্তুত করে প্রশাসন অধিশাখায় প্রেরণ করবেন। সচিব মহোদয় কর্তৃক শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করে মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের নিকট শোকবার্তা সম্বলিত পত্র প্রেরণ করার লক্ষ্যে যুগ্মসচিব(পার) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়। এছাড়াও কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী বেসরকারি ডাক্তারদের তালিকাও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রস্তুত করে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রেরণ করবেন মর্মেও সভায় একমত পোষণ করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী সকল ডাক্তারের(সরকারী ও বেসরকারী) তালিকা প্রণয়ন করে আগামী ১০ দিনের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রেরণ করবেন মর্মেও মতামত ব্যক্ত করা হয়।	ক) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা প্রধাণগণ কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীসহ অন্যান্য কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তালিকা প্রস্তুত করে প্রশাসন অধিশাখায় প্রেরণ করবেন এবং যুগ্মসচিব (পার) শোকবার্তা প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন মর্মে সুপারিশ করা হয়। খ) কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী বেসরকারি পর্যায়ের ডাক্তারদের তালিকা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুত করে তা স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রেরণ করবে মর্মেও সুপারিশ করা হয়। গ) কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী ডাক্তারদের(সরকারী ও বেসরকারী) তালিকা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রণয়ন করবে এবং তা আগামী ১০ দিনের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রেরণ করবে মর্মে সুপারিশ করা হয়।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন); যুগ্মসচিব (পার); মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধিনস্থ সংস্থাসমূহের প্রধানগণ।
৪।	**মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন তাদের তালিকা প্রণয়ন:** বিগত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মন্ত্রনালয়ের কোভিড আক্রান্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য একটি তালিকা এবং অধীনস্থ সংস্থাসমূহের কোভিড আক্রান্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের জন্য অপর একটি পৃথক তালিকা প্রণয়ন কার্যক্রম এর অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা কালে জানা যায় যে, তালিকা প্রণয়নের কাজ চলছে। পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তিদের নির্ভূল তালিকা প্রণয়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	১) মন্ত্রনালয়ের কোভিড-১৯ আক্রান্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকা প্রশাসন অনুবিভাগ প্রণয়ন করবে, ২) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা সমূহের কোভিড-১৯ আক্রান্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তালিকা স্ব-স্ব সংস্থা প্রণয়ন করত: যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বরাবরে প্রেরণ করবে; এবং ৩) যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এসকল তালিকা সমন্বয় করত: তা সংরক্ষণ ও নিয়মিত আপডেট করার ব্যবস্থা গ্রহন করবেন মর্মে সুপারিশ করা হয়।	অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন), যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধিনস্থ সংস্থাসমূহের প্রধানগণ।
৫।	সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে গঠিত মনিটরিং টিম এর কর্মকর্তাদের একীভূত করে গ্রুপ আকারে নতুন মনিটরিং টিম গঠন করার নিমিত্ত প্রশাসন অধিশাখা থেকে সংশোধিত আদেশ জারীর ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে মর্মে	সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিবদের নেতৃত্বে বিভাগওয়ারী নতুন মনিটরিং টিম গঠন করে প্রশাসন অধিশাখা থেকে	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

ক্র: নং	আলোচনা/পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
	বিগত সভায় সুপারিশ করা হয়। উক্ত সুপারিশের আলোকে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা কালে যুগ্মসচিব(প্রশাসন) জানান যে, হাসপাতাল উইং থেকে মনিটরিং রিপোর্ট প্রদানের বিষয়ে একটি নতুন ছক তৈরী করে দেয়া হয়েছে। সেই ছক অনুযায়ী পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে উল্লেখপূর্বক নতুন মনিটরিং টিম গঠন করার কাজ চলছে এবং অবিলম্বে আদেশ জারী করা হবে।	দ্রুত সংশোধিত আদেশ জারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সুপারিশ করা হয়।	
৬।	২য় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোভিড-১৯ সর্ম্পকিত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় আলোচিত বিষয়গুলোর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। প্রশাসন বিভাগ থেকে জানানো হয় যে, এ বিষয়ে কার্যক্রম চলছে। এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান থাকবে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের লাইব্রেরিয়ান প্রতিদিনের পত্রিকাসমূহ পাঠ করে প্রতিদিনের তথ্যাদি যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এর নিকট উপস্থাপন করবেন যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এ সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য কমিটির নিকট উপস্থাপন করবেন মর্মে সুপারিশ করা হয়।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৭।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কাজের সমন্বয় বাড়ানোর নিমিত্ত কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক এ যাবৎ গঠিত সকল কমিটির তালিকা প্রণয়ন করে তার কার্যপরিধিসহ আদেশের কপিসমূহ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ব্যবস্থাপনা গ্রুপের সদস্য সচিব এর নিকট প্রেরণ করবেন মর্মে বিগত সভায় সিদ্ধান্ত হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে এ সংক্রান্ত একটি তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে। বর্ণিত কমিটিসমূহ যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সে সংক্রান্ত একটি মাস ভিত্তিক রিপোর্ট প্রস্তুত করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রতি মাসে কমিটির/কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গ্রুপের সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণ করবে হবে এবং তার সার-সংক্ষেপ পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে মর্মে বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় মতামত প্রকাশ করা হয়।	কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত সকল কমিটির কার্যক্রম সংক্রান্ত মাস ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা কমিটির/কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গ্রুপের সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণ করার এবং তার সার-সংক্ষেপ গ্রুপের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করার সুপারিশ করা হয়।	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও সদস্য সচিব, কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গ্রুপ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
৮।	বেসরকারী হাসপাতালের লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনাকালে উল্লেখ করা হয় যে, এ পর্যন্ত প্রায় ১২০০০ আবেদন দাখিল করা হয়েছে এবং লাইসেন্স প্রদান/নবাবন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। লাইসেন্স প্রদান/নবায়নের বিষয়ে নানাবিধ সমস্যাসমূহ উল্লেখ করে তা দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়। আবেদনসমূহ যাচাই বাছাই করে যে সকল আবেদন সঠিক পাওয়া যাবে সে সকল আবেদন অনুযায়ী দ্রুত লাইসেন্স প্রদান/নবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং যে সকল আবেদন কাগজপত্র বা অন্যকোন কারনে ইনভেলিড বা ত্রুটিপূর্ণ পাওয়া যাবে সে সকল আবেদন ত্রুটির কারণ জানিয়ে দ্রুত সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীদেরকে পত্র প্রেরণ করতে হবে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। তবে এখন পর্যন্ত যে সকল হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনসিস সেন্টার কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স করেন নি বা লাইসেন্স ইস্যু/নবায়নের জন্য আবেদন করেননি তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে মর্মে সভায় একমত পোষণ	ক) যে সকল হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনসিস সেন্টার কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স ইস্যু/নবায়নের জন্য আবেদন করেছে তাদের আবেদন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে লাইসেন্স প্রদান/নবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সুপারিশ করা হয়। খ) ত্রুটিপূর্ণ আবেদনের ত্রুটির কারণ জানিয়ে দ্রুত সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীদেরকে পত্র প্রেরণ করতে হবে মর্মে সুপারিশ করা হয়। গ) যে সকল হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনসিস সেন্টার কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত লাইসেন্স ইস্যু/নবায়নের জন্য আবেদন করেননি সেসকল	অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল উইং), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

ক্র: নং	আলোচনা/পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
	করা হয়।	হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনসিস সেন্টার এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে মর্মে সুপারিশ করা হয়।	
৯।	কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের এন্টিজেন টেস্টের বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনাকালে আইইডিসিআর এর পরিচালক জানান যে, এন্টিজেন টেস্টের নীতিমালা ঠিক করে দেয়া হয়েছে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর অনুমোদিত কিট দিয়ে এন্টিজেন টেস্ট করার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এন্টিজেন টেস্ট কার্যক্রম যথাযথভাবে দ্রুত বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং হাসপাতাল উইং থেকে বিষয়টি মনিটর করা যেতে পারে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এন্টিজেন টেস্ট সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম গ্রহণকরত: তা যথাযথভাবে দ্রুত বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন এবং হাসপাতাল উইং বিষয়টি মনিটর করবেন মর্মে সভায় সুপারিশ করা হয়।	অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল উইং) ও মহাপরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
১০।	কোভিড-১৯ এর সম্ভাব্য ২য় ওয়েভ এর প্রস্তুতি ও করণীয় নির্ধারণ সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়। ২য় ওয়েভ এর গুরুত্ব বিবেচনা করত: তা মোকাবেলা করার লক্ষ্যে কি কি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে তা কমিটিকে জানানোর জন্য উপস্থিত সকলকে অনুরোধ জানানো হয়ে। এছাড়াও, সকল স্তরের জনগণ যাতে আবশ্যিকভাবে মাস্ক পরিধান করে তা নিশ্চিত করার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) উল্লেখ করেন যে, ডিএমপি'র সহায়তা ছাড়া ঢাকা শহরের রাস্তা, মার্কেট ও পাবলিক প্লেসে মাস্ক পরিধাণ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সভাপতি উল্লেখ করেন যে, হাসপাতাল, মার্কেট, আদালত, সরকারী/বেসরকারী অফিস/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীণ জায়গায় আবশ্যিকভাবে মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করতে হলে সংশ্লিষ্ট অফিস/দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকেই এর দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। আলোচনাকালে উল্লেখ করা হয় যে, মাস্ক পরিধান এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রণয়ন করতে পারে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ। কিন্তু তা বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা কেবিনেট ডিভিশন থেকে প্রদান করতে হবে। তাই জনস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা থেকে জারীকৃত মাস্ক ব্যবহার নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য বিধি পরিপালনের বিষয়ে সকল সরকারী/বেসরকারী দপ্তর/অফিস/সংস্থা প্রধানগণকে এবং মার্কেট/সামাজিক/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে কেবিনেট ডিভিশনে পত্র দেয়া যেতে পারে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	কোভিড-১৯ এর সম্ভাব্য ২য় ওয়েভ কে সামনে রেখে জনস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা থেকে ইতোপূর্বে জারীকৃত মাস্ক ব্যবহার নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য বিধি পরিপালনের বিষয়ে সকল সরকারী/বেসরকারী দপ্তর/অফিস/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে এবং মার্কেট/সামাজিক/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে কেবিনেট ডিভিশনে পত্র দেয়া যেতে পারে মর্মে সভায় সুপারিশ করা হয়।	অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য)
১১।	দুর্গাপূজা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। উক্ত পূজা উপলক্ষ্যে পূজার দিনে প্রচুর লোক সমাগম হবে। বিদ্যমান করোনাকালীন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জনসমাগম নিয়ন্ত্রিত রেখে আসন্ন দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ থেকে মাস্ক পরিধান এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি পরিপালনের নির্দেশনা জারি করা যেতে পারে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	বিদ্যমান করোনাকালীন পরিস্থিতিতে আসন্ন দুর্গা পূজার সময় জনসমাগম নিয়ন্ত্রিত রেখে জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ থেকে মাস্ক পরিধান ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি পরিপালনের নির্দেশনা জারি করার সুপারিশ করা হয়।	অতিরিক্ত সচিব(জনস্বাস্থ্য)

ক্র: নং	আলোচনা/পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
১২।	সমগ্রদেশে বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ প্রেক্ষিতে বিগত ছয় দিনের জেলা ভিত্তিক কোভিড পরিস্থিতির ডাটা পর্যালোচনা করা হয়। ডাটা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, দেশে করোনায় মৃত্যুহার এখনো প্রায় আগের মতো একই রকম আছে। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি উল্লেখ করেন যে, বিগত ছয় দিনের ডাটার ভিত্তিতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ঢাকা মহানগরে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার খুবই বেশী। ঢাকা মহানগরে এখনো গড়ে সহস্রাধিক লোক কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হচ্ছে। এর পরেই আছে চট্টগ্রাম, বগুড়া, ফরিদপুর ও সিলেট জেলা। এ জেলাগুলোতেও আক্রান্তের হার অন্যান্য জেলার তুলনায় অনেক বেশি। অপরদিকে শেরপুর, সাতক্ষীরা, নেত্রকোনা, রাঙ্গামাটি ও ঝালকাঠি জেলার অবস্থা তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে ভালো। এ জেলাগুলোতে প্রতিদিন গড় আক্রান্তের হার ৩জন বা তার নীচে এবং ডাটা অনুযায়ী মৃত্যুহার শুন্য। কাজেই কোভিড-১৯ এর প্রকপ নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে বর্ণিত খারাপ অবস্থানে থাকা ৫টি জেলায় (ঢাকা মহানগর, চট্টগ্রাম, বগুড়া, ফরিদপুর ও সিলেট) জেলায় ব্যাপক কার্যক্রম (drastic action) গ্রহণ করার জন্য মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা যেতে পারে মর্মে বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় একমত পোষণ করা হয়। হাসপাতাল উইং থেকে বিষয়টি ফলোআপ করা যেতে পারে মর্মেও সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	ক) ঢাকা মহানগরসহ চট্টগ্রাম, বগুড়া, ফরিদপুর ও সিলেট জেলার কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহন করার সুপারিশ করা হলো। খ) এছাড়াও, প্রতিদিনের ডাটা পর্যালোচনায় পরবর্তীতে যে সকল জেলার কোভিড-১৯ পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হবে সে সকল জেলাতেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করারও সুপারিশ করা হলো। গ) হাসপাতাল উইং থেকে বিষয়টি ফলোআপ করার জন্যও সুপারিশ করা হলো।	অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল উইং) ও মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

অত:পর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

০৫/১০/২০২০
২১/১০/২০২০

(মো: মোস্তফা কামাল)
অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ)
ও সভাপতি
করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ
এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষে গঠিত
কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গ্রুপ

স্মারক নং-৪৫.১৭০.০০১.০০.০০.০০৪.২০২০- ৩৩৪ তারিখঃ ০৫.১০.২০২০ খ্রিঃ

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও কার্যার্থেঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১. অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ),স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব (বাজেট অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭. অতিরিক্ত সচিব (ঔষধ প্রশাসন অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮. অতিরিক্ত সচিব (আইন অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯. অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১০. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১২. মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৩. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ১০৫-১০৬, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, ১৪/২ তোপখানা রোড, ঢাকা।
১৫. যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৬. যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৭. যুগ্ম-সচিব (সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১৮. যুগ্ম-সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১৯. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২০. পরিচালক, সিএমএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২১. পরিচালক, আইইডিসিআর, মহাখালী, ঢাকা।
২২. জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর, উপসচিব (জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২৩. সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা(ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২৪. ওয়ার্কসপ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।
২৫. চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ অ্যান্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অফিস কপি।

১৩/১২/২০২০

(নিলুফার নাজনীন)
যুগ্মসচিব (জনস্বাস্থ্য) ও সদস্য সচিব
করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ
এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরার লক্ষে গঠিত
কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গ্রুপ
ফোন: ৯৫৮৬২৩৩